তারিখ . 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা . ৬ . কলাম . ৭

প্রথম আলো

ইউজিসির বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার

যোগ্য উপাচার্য পাওয়াটা বেশ কঠিন

অধ্যাপক আবদুল মান্নান

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান মনে করেন, উপাচার্য হিসেবে এখনকার সফলতা আর রমেশ চন্দ্র বা আশুতোষ মুখার্জির সফলতা এক কথা নয়। সময়ের কারণে সৃষ্টি হয়েছে নানা উপসর্গ। আর দক্ষতা, যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য নিয়ে আগের সঙ্গে এখনকার পার্থক্যও অনেক।

তা ছাড়া দেশের এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য উপাচার্য বা অধ্যাপক পাওয়াটা বেশ কঠিন। আবার এখনকার একজন উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নানামুখী চাপ সহ্য করতে হয়। এমন মন্তব্য করে ইউজিসির চেয়ারম্যান *প্রথম আলো*কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, অনেককে সন্তুষ্ট রাখার কাজটাও কঠিন। আবার সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হয় বলে তাদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। আরেকটি সমস্যা হলো, যোগ্য কাউকে উপাচার্য করতে চাইলেও অনেক সময় তিনি ঢাকার বাইরে যেতে চান না।

অধ্যাপক মান্নান জানালেন, আশুতোষ বাবুর সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের নানা বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছিল। একপর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। জবাবে স্যার আশুতোষ বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে প্রয়োজনে তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা চাইবেন। কিন্তু অনৈতিক দাবির কাছে মাথা নত করবেন না। আজকের দিনে পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এটা সম্ভব নয়।

ইউজিসির চেয়ারম্যানের মতে, সবকিছুর মধ্যেও উপাচার্য পদে নিয়োগের বেলায় পাণ্ডিত্য, প্রশাসনিক দক্ষতা ও নৈতিকতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। পাণ্ডিত্য মানে যে আইনস্টাইন হতে হবে, এমনটি নয়। প্রশাসনিক দক্ষতা মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে তথা ডিন, সিন্ডিকেট, সিনেটসহ বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আর শক্ত নৈতিক অবস্থান থাকতে হবে। পাশাপাশি দুঃসাহসী হওয়ার দরকার নেই, সাহস থাকলেই চলবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই উপাচার্য মনে করেন, কারও অনুগ্রহে উপাচার্য হওয়ার দরকার নেই। রাজনৈতিক ও ছাত্রসংগঠনের আনুকূল্যে কেউ উপাচার্য হলে শুরুতেই হোঁচট খাবেন। অনেক ক্ষেত্রে তা-ই হচ্ছে। তাঁর মতে, যিনি উপাচার্য হবেন, তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, তিনি নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতায় এই পদ নিচ্ছেন। তিনি যে পদে যাচ্ছেন তার আলাদা মর্যাদা আছে। একজন ব্যক্তি হয়ে তিনি যেন সেই পদটির মর্যাদা বজায় রাখেন।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠাটা স্পর্শকাতর ও দুঃখজনক বলে মনে করেন অধ্যাপক মান্নান। এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে যাঁরা পদ ছাড়েন বা ছাড়তে বাধ্য হন, তাঁদের ছাত্র-শিক্ষক বা সমাজের কেউ ভালো চোখে দেখে বলে মনে হয় না। তবে সরকার চাইলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশে সাবেক রাষ্ট্রপতিরও জেল হওয়ার নজির আছে। সেখানে একজন উপাচার্যের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে কেন শাস্তি হবে না।

যোগ্যরা উপাচার্য হলে এত অভিযোগ উঠত না

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

যোগ্য ব্যক্তি উপাচার্য হলে এত কথা, এত অভিযোগ, এত প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যাঁরা অযোগ্য বা তুলনামূলক কম যোগ্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরাই উপাচার্য হচ্ছেন। তাঁদের অনেকের মধ্যে নৈতিক শক্তির ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। একদিকে দুর্বল ভাবমূর্তি, অন্যদিকে সততার অভাবে কেউ কেউ পদটিকে কলঙ্কিত করে ফেলছেন। আবার এখনকার সামগ্রিক পরিবেশ উপাচার্য খুঁজে পাওয়ার অনুকূলে নয়। যাঁরা নিজের উদ্যোগে উপাচার্য হতে চাচ্ছেন, তাঁরা অতটা যোগ্যও নন। এ মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।

*প্রথম আলো*কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক নজরুল বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট কাঠামো আছে, যেখানে সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অনুষদ থাকে। একজন উপাচার্য দুর্বল হলেও তাঁর আশপাশের প্রতিষ্ঠানগুলো শক্ত হলে সেই ঘাটতি দূর হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল ওই সব প্রতিষ্ঠানও আর সবল থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রে উপাচার্য ওই সব প্রতিষ্ঠানের ওপর খবরদারি করতে যান, নিয়ন্ত্রণ করেন। সাম্প্রতিক সময়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, একমাত্র বুয়েটে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেছে। সেখানে সাবেক একজন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাপে পড়েছিলেন।

নজরুল ইসলাম বলেন, এখনকার সময়ে একজন উপাচার্যকে অস্থির অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়। যোগ্য ব্যক্তি উপাচার্য হলেও অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কারণে তিনি প্রভাবিত হন। তবে বৈরী পরিবেশে থেকেও অনেকে ভালো কাজ করার চেষ্টা করেন। আর তাঁদের সুনাম থেকে যায় যুগ যুগ ধরে।

নজরুল ইসলাম মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যাঁরা দুর্নাম ও দুর্নীতি করেন, তাঁদের অন্য কোথাও নিয়োগ দেওয়া দূরে থাক, বিভাগেও যোগদান করতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, তাঁর নৈতিক শক্তি থাকে না। এ ধরনের ব্যক্তিদের চুপচাপ ঘরের কোনায় বসে থাকা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাবেক অধ্যাপক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে অনেক রকম সমস্যা আছে। বহুদিন ধরে এটা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। দেশে এত আইন হচ্ছে, পুরোনো আইনে সংশোধনী আসছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষতি করছে যে অধ্যাদেশ, সেটিতে হাত দেওয়া হচ্ছে না।

তাঁর মতে, এই অধ্যাদেশ থেকে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের প্রাধান্য কমাতে হবে। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনের নামে যা হয়, সেটি বন্ধ করা উচিত। ২৫ জনের এই সংখ্যাও কমাতে হবে। আবার স্বায়ত্তশাসিত চারটি ছাড়া বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটি করতে হবে। উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের (হেকায়েফ) মধ্যবর্তী পর্যালোচনায়ও এই সুপারিশ থাকছে।